মাওলা আলী (আ.)’ এর বেলায়েত

এইচ,এইচ,এস, আসিফ আলী ইমামী

প্রচারেঃ
মক্তবে সাকালাইন

অন্তর্দৃষ্টির আলো

“মক্তবে সাকলাইন” এর লক্ষ

মক্তবে সাকালাইন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের শিয়া মুসলিম সমাজকে কুরআন ও আহলুল বাইত (আ.) এর প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী শক্তিশালী করা এবং সত্যের আলোকে দীক্ষিত করা। আমরা এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে আহলে বাইতের (আ.) মহান আদর্শ প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ করা হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো—

✅ আহকাম ও ফিকহ প্রচার: শিয়া ইসলামের সঠিক মাসআলা-মাসায়েল (আহকাম) এবং ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান।
✅ দোয়া ও ইবাদতের শিক্ষা: আহলুল বাইতের (আ.) শিক্ষা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, আমল ও ইবাদতের প্রচার ও অনুশীলনকে সহজতর করা।
✅ সঠিক আকিদা প্রচার: শিয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে যেকোনো অপপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক জবাব প্রদান।
✅ অথেন্টিক হাদিসগ্রন্থের অনুবাদ: শিয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

✅ তরুণ সমাজকে আলোকিত করা: নবপ্রজন্মের কাছে আহলুল বাইতের (আ.) শিক্ষা ও আদর্শ পৌঁছে দিয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা।

আমাদের এই মহৎ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে আপনাদের দুয়া ও সমর্থন প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে কুরআন ও আহলুল বাইতের (আ.) নিখুঁত শিক্ষার আলোকে একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।
📖 মক্তবে সাকালাইন – সত্য ও জ্ঞানের পথে আপনার সঙ্গী!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন যে, যখন দুটি দেশের কর্মকর্তারা, যারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন, একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখন তাদের মধ্যে একজন দোভাষী থাকেন? তিনি তার উভয় ভাষার জ্ঞানের ভিত্তিতে কথোপকথন সহজতর করেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকতেন, তবে ওই দুই দেশের কর্মকর্তাদের পক্ষে কথা বলা এবং আলোচনা করা অসম্ভব হয়ে যেত। এই দোভাষীর যোগ্যতা উচ্চমানের হওয়া উচিত এবং তিনি উভয় কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাসযোগ্য হওয়া আবশ্যক। তার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা দরকার যাতে তিনি কথোপকথন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন।

একইভাবে, যখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) এই বিশ্ব সৃষ্টি করলেন এবং আমাদের কুরআন দিলেন, তখন তিনি তাঁর মনোনীত দোভাষী সৃষ্টি করলেন, যার উপস্থিতি আমাদের এবং আল্লাহর মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে, যা আমাদের আল্লাহর 'ওয়াহদানিয়াত' (একত্ববাদ) এবং তাঁর ধর্মকে প্রকৃত অর্থে বোঝার সুযোগ করে দেয়।

🔹 এই মনোনীত দোভাষী হলেন আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা) সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাই আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য হলো তাকে জানা, অনুসরণ করা এবং তার দ্বারা সঠিক পথনির্দেশ গ্রহণ করা। এই প্রবন্ধে আমরা তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা’আলা)-এর সঙ্গে তার অবস্থান বুঝতে চেষ্টা করব।

আদম (আঃ) ছিলেন প্রথম মানব এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর রাসূল, যাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং, আসুন আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করি সূরা বাকারা-এর নিম্নলিখিত আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, যেখানে ফেরেশতাদের আদম (আঃ)-কে সিজদা করার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে:

🔹 "এবং সে সময়টি স্মরণ করো, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, ‘আদম (আঃ)-কে সিজদা করো।’ তখন তারা সকলেই সিজদা করল, তবে ইবলিস অস্বীকার করল, অহংকারে পড়ে গেল এবং কাফির হয়ে গেল।”📖 (সূরা বাকারা, আয়াত ৩৪)

maqtabethaqlayn.com

আদম (আঃ)-এর সৃষ্টি হওয়ার পর, সকল ফেরেশতাকে আদম (আঃ)-কে সিজদা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ফেরেশতারা এই আদেশ মেনে নিয়েছিল, কিন্তু ইবলিস, যে একজন জিন ছিল, সে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। এই কারণে সে কাফির হয়ে গেল এবং তাকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়, যা নিম্নলিখিত আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

🔹 'আল্লাহ বললেন, "তুমি জান্নাত থেকে বের হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, নিঃসন্দেহে তুমি অভিশপ্ত।"
📖 (সূরা হিজর, আয়াত ৩৪)

উপরোক্ত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করে চলুন আমরা এর থেকে একটি অর্থবহ উপসংহার বের করার চেষ্টা করি। এই ঘটনার প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার মতো রয়েছে:

✅ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সর্বজ্ঞ, তিনি জানতেন যে ফেরেশতারা তাঁর আদেশ মেনে চলবে, কিন্তু ইবলিস তা করবে না। তাহলে কেন তিনি এমন একটি আদেশ দিলেন? আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কি এই ঘটনার মাধ্যমে আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী মানবজাতির জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন? তিনি এর মাধ্যমে কী বার্তা দিতে চেয়েছিলেন?

✅ ইবলিস – একজন জিন ছিল, সে ‘আরশ’-এর প্রতিটি কোণে ফেরেশতাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করত এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-কে সিজদা করত, তবুও সে ‘শয়তান’ হয়ে গেল। তাহলে তার মধ্যে কী ছিল না, যার কারণে তার সমস্ত ইবাদত প্রত্যাখ্যাত হলো?

✅ যখন আমরা উপরোক্ত আয়াত এবং কুরআনের অন্যান্য অনুরূপ আয়াত পর্যবেক্ষণ করি, তখন দেখতে পাই যে, ইবলিস আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর দ্বারা ‘কাফির’ আখ্যা পাওয়ার পরও সে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-কে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান হিসেবে বিশ্বাস করত। তাহলে বিশ্বাস করার বাইরে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার থেকে আর কী প্রত্যাশা করেছিলেন?

🔹 “(আর হে রাসূল (সাঃ), সে সময়টিও স্মরণ করিয়ে দিন) যখন আল্লাহ নবীদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করব, এরপর যদি তোমাদের নিকট এমন কোন রাসূল আসে, যে তোমাদের কাছে যা আছে তা নিশ্চিত করবে, তবে তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তার সাহায্য করবে।

(এরপর) আল্লাহ বললেন: ‘তোমরা কি স্বীকার করলে এবং আমার অঙ্গীকারের বোঝা গ্রহণ করলে?’ তারা বলল: ‘আমরা স্বীকার করলাম।’ আল্লাহ বললেন: ‘তবে তোমরা সাক্ষী থাকো এবং আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী রইলাম।’”
📖 (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৮১)

এই আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সমস্ত নবীদের সঙ্গে একটি অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদের কাছে প্রেরিত কিতাব ও জ্ঞানকে নিশ্চিত করার জন্য একজন রাসূল আসবেন এবং তাদের অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনতে হবে ও তার সাহায্য করতে হবে।
এই আয়াতে উল্লেখিত রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সমস্ত নবীদের যে অঙ্গীকার করিয়েছিলেন তা ছিল হযরত আলী (আঃ)-এর বেলায়েতকে মান্য করার জন্য।
📖 (সূত্র: বাসার-আদ-দারাজাত, খণ্ড ২,পৃষ্ঠা ৯৩

নবীগণ বিভিন্ন যুগে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে তাঁকে স্বশরীরে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তাহলে আমরা কিভাবে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করবো? নবীগণ কখন এবং কোথায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

আল্লামা নিশাপুরী উপরোক্ত আয়াতের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নলিখিত হাদিস উল্লেখ করেছেন, যা তাফসিরে ঘারায়িবুল কুরআন (খণ্ড ২৫) গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।

🔹 “যখন নবীগণের প্রধান (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) নামাজের ইমামতি করলেন এবং অন্যান্য নবীগণ তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করলেন ‘ইসরা’ ও ‘মেরাজ’-এর রাতে, তখন এক ফেরেশতা অবতরণ করে বললেন, ‘হে আল্লাহর প্রিয়জন! আপনি আল্লাহর নবীদের জিজ্ঞেস করুন যে, কোন শর্তে তাদেরকে নবুওয়াত প্রদান করা হয়েছিল?’ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই প্রশ্নটি সকল নবীদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তরে বললেন, ‘আমরা তোমার এবং আলীর ওলায়াত গ্রহণ করার শর্তে নবুওয়াত পেয়েছি।’”

📖 (সূত্র: তাফসিরে ঘারায়িবুল কুরআন, খণ্ড ২৫, পৃষ্ঠা ৫৮, মিশর থেকে প্রকাশিত (তাফসিরে ইবনে জারীর তাবারীর সংলগ্ন))

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নবীদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহু ওয়াসাল্লাম) এবং মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম)-এর ওলায়াতকে বিশ্বাস করার জন্য। নবীগণ এই অঙ্গীকার গ্রহণ করার পরই নবুওয়াতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

নবীদের নবুওয়াত মাওলা আলী (আ.)-এর ওলায়াত স্বীকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা তাদের ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তাহলে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) কি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গেও এমন কোনো অঙ্গীকার করেছিলেন?

🔹 “আর (হে রাসূল সাঃ) স্মরণ করিয়ে দিন সে সময়ের কথা, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে তাদের নিজেদের প্রতি সাক্ষী বানিয়েছিলেন। (তিনি বললেন) ‘আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?’ তারা বলল, ‘হ্যাঁ, অবশ্যই! আমরা সাক্ষী রইলাম।’ (এটি আমরা করেছি) যেন তোমরা কিয়ামতের দিন এটা না বলতে পারো যে, ‘আমরা তো এ ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ ছিলাম।’”
📖 (সূরা আল আ’রাফ, আয়াত ১৭২)

🔹 এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "তাফসিরে জাবির"-এ ইমাম মুহাম্মাদ বাকির (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যখন ইমামকে (আ.) জিজ্ঞেস করলেন যে, "মাওলা আলী (আ.)-কে 'আমীরুল মুমিনীন' কবে থেকে বলা হয়েছে?"

🔹 তখন ইমাম (আ.) উত্তর দিলেন:
📖 "এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আদম (আ.)-এর সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের প্রতিপালক, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের নবী এবং মাওলা আলী (আলাইহিস সালাম) তাদের 'আমীরুল মুমিনীন'।"
📖 (সূত্র: তাফসির আল-বুরহান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৭)

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) থেকে একটি অনুরূপ বর্ণনা তাফসিরে আয়াশিতে উল্লিখিত হয়েছে। এই বর্ণনার মতে, ইমাম (আ.) বলেছেন:

🔹 "তাদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল আল্লাহর রবুবিয়াত (প্রভু হওয়া) সম্পর্কে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে এবং আমিরুল মুমিনিন (আ.) ও অন্যান্য ইমামদের (আ.) ইমামতের ব্যাপারে। এরপর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই, এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের নবী নন, এবং আলী (আ.) কি তোমাদের ইমাম নন, এবং হিদায়াতের ইমামগণ কি তোমাদের নেতৃস্থানীয় নন?'

তারা বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ এরপর আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন: ‘যদি তোমরা কিয়ামতের দিন বলে বসো—আমরা তো এ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না!’”
📖 (সূত্র: তাফসিরে আয়াশি, ৭৪/১৮০:১)

➡️ আদম (আ.)-এর ‘সিজদাহ’ সংক্রান্ত ঘটনাটি বিশ্লেষণ করার সময় কিছু প্রশ্নের উত্তর তখনো অমীমাংসিত ছিল। উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আসুন আমরা সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি।
✅ সমস্ত নবীগণ, যদিও আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নিজেই তাদের মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু তারা নবুওয়াতের মর্যাদা তখনই লাভ করতেন যখন তারা মাওলা আলী (আ.)-এর বেলায়েতকে গ্রহণ করতেন।

✅ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে একটি অঙ্গীকার করেছেন যে তারা তাঁকে তাদের প্রতিপালক, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাদের নবী এবং মাওলা আলী (আ.) ও তাঁর বংশের ১১ জন ইমামকে তাদের ইমাম হিসেবে মেনে নেবে।

✅ এর অর্থ হলো যে বিশ্বাস কেবল আল্লাহকে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) মানে কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), মাওলা আলী (আ.) ও ইমামদের (আ.) কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে, তা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-র পছন্দনীয় বিশ্বাস নয়।

✅ আমি বিশ্বাস করি, আদম (আ.)-এর সিজদাহর ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ, আল্লাহতে (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বিশ্বাস করা হলেও যদি আলী (আ.)-এর বেলায়েত গ্রহণ না করা হয়, তবে সে বিশ্বাস শয়তানের বিশ্বাসের মতোই প্রত্যাখ্যাত।

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নবীদের সাথে একটি অঙ্গীকার করেছিলেন এবং আদম (আ.)-এর সন্তানদের আত্মার সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন যাতে তারা মাওলা আলী (আ.)-এর ওলায়াত গ্রহণ করে। এবং তিনি যেন আমরা এটি ভুলে না যাই, সে জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে এই একই বার্তা পুনরায় পৌঁছে দিয়েছেন, যা নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে:

🔹 "হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দাও। আর যদি তুমি তা না কর, তবে (জেনে রাখো) তুমি তাঁর কোনো বার্তাই পৌঁছাওনি। আর তুমি ভয় করো না, আল্লাহ তোমাকে লোকদের (অপকারের) হাত থেকে রক্ষা করবেন। আর আল্লাহ কখনো কাফেরদের সম্প্রদায়কে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেন না।"
📖 (সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ৬৭)

🌿আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর নির্দিষ্ট বার্তার কথা উল্লেখ করেছেন, যা পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পৌঁছে দিতে আদেশ করা হয়েছিল।

✅ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আরও বলেছেন যে, যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই বার্তাটি পৌঁছে না দেন, তবে তা এমন হবে যেন তিনি উম্মাহর কাছে আল্লাহর কোনো বার্তাই পৌঁছাননি।
✅ এটি প্রমাণ করে যে এই বার্তাটি ছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাহলে, সেই বার্তাটি কী ছিল?

maqtabethaqlayn.com

উপরিউক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর, প্রায় ১,২০,০০০ সাহাবির উপস্থিতিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (আ.)-এর হাত উঁচু করে ধরে ঘোষণা করেন:

🔹 “من كنت مولاه فهذا علي مولاه.”
(যার আমি মাওলা, তার জন্য আলীও মাওলা।)

📍 গাদিরে খুমের এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হযরত আলী (আ.)-কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর উত্তরসূরি ও উম্মাহর ‘ওলী’ (অভিভাবক) হিসেবে নিযুক্ত করলেন।
📖 (সূত্র: দুরর-ই-মানসুর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৮, মিশর; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০, মিশর; তাফসীর মাজহারী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৩, দারুল ইশাআত করাচি; সুনানে তিরমিজি, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৮ এবং আরও বহু কিতাব।)

غدير

📌 ‘সেজদার’ ঘটনা ও ‘গাদিরে খুমের’ ঘটনার তুলনা

🌿 আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) উভয় ঘটনার ক্ষেত্রেই একটি বিশাল জনসমাবেশের সামনে একটি নির্দেশ প্রদান করেছেন।

✅ প্রথম ঘটনায়: এটি ছিল বিশ্বস্ত ফেরেশতাদের ও এক জিনের সমাবেশ।
✅ দ্বিতীয় ঘটনায়: এটি ছিল হজ্জযাত্রী ও একনিষ্ঠ মুসলমানদের সমাবেশ।

🔹 সুরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৪-এ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন, ইবলিস কেবল আদম (আ.)-কে সিজদা না করায় কাফের হয়ে গেল।
🔹 সুরা আল-মায়েদা, আয়াত ৬৭-তে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:
“আল্লাহ কখনো কাফেরদের সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না”।

🌿 **যদি আমরা উভয় ঘটনার উপর গভীর চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবো:**

✅ ফেরেশতাদের সাথে ইবলিসও আল্লাহর ইবাদত করত, তবুও সে অবাধ্য হয়ে কাফের হয়ে গেল, কারণ সে আদম (আ.)-কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল।

✅ তেমনি, যদি হাজিদের বিশাল জনসমাগম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘোষণাকে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরও অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য করা হবে।

📍 অতএব, গাদিরে খুমে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘোষণাকে অস্বীকার করা ইবলিসের মতো পথভ্রষ্টতার শামিল, কারণ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তিনি কাফেরদের পথপ্রদর্শন করেন না।

📖 সুরা আল-হিজর, আয়াত ৩৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) শয়তানকে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করেছেন তার অবাধ্যতার কারণে।

🔹 এখন এই আলোকে নিম্নলিখিত আয়াতটি বিবেচনা করুন:

📖 "এক প্রার্থনাকারী এক অনিবার্য শাস্তির আবেদন করল, যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, এটি মহান মর্যাদাবান আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল।"
— (সুরা আল-মাআরিজ, আয়াত ১-৩)

📌 হাদিসের আলোকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা

🔹 তাফসীর 'সাল'আবী'-তে বলা হয়েছে যে, এই আয়াতটি হারিস ইবনে নোমান ফেহরী নামে এক ব্যক্তির বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল।

🔸 সে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করেছিল:

"আপনি আমাদের দুই সাক্ষ্য (তাওহিদ ও রিসালাত) দিতে বললেন, আমরা দিলাম।
আপনি আমাদের নামাজ, যাকাত ও হজ ফরজ করলেন, আমরা মান্য করলাম।
এখন আপনি আপনার চাচাতো ভাই আলী (আ.)-কে আমাদের নেতা হিসাবে ঘোষণা করছেন— 'যার আমি মাওলা, তার আলীও মাওলা।'

📍 এটা কি আপনার নিজের ঘোষণা, নাকি আল্লাহর নির্দেশ?”

🔶 নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন:
“আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, এই আদেশ অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।”

🔷 এ কথা শোনার পর হারিস দাঁড়িয়ে তার উটের দিকে যেতে যেতে বলল:
“হে আল্লাহ! যদি এই আদেশ তোমার পক্ষ থেকে হয়, তাহলে আমার উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো।”

📍 সে মাত্র কথা শেষ করল, তখনই আকাশ থেকে একটি পাথর এসে তার মাথায় আঘাত করে এবং সে মৃত্যুবরণ করে।

📖 এই ঘটনার পরই কুরআনের আয়াত নাযিল হয়:

🔷 “এক প্রার্থনাকারী এক অনিবার্য শাস্তির আবেদন করল...” (সুরা আল-মাআরিজ, আয়াত ১-৩) (সূত্র: তাফসীর-সাল’আবী)

🌿 শয়তান আদম (আ.)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন।
ঠিক তেমনি, হারিস ইবনে নোমান ফেহরী আলী (আ.)-এর 'ওলায়াত' মেনে নিতে অস্বীকার করায় আল্লাহ তাকে ধ্বংস করলেন।
📍 এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত নেতা ও অভিভাবককে অস্বীকার করা ইবলিসের পথ অনুসরণ করার সমতুল্য, যা কুফরির শামিল।

সুরা আল-হিজর-এর আয়াত ৩৪ এর সাথে উপরের আয়াতের তুলনা করে আমরা এটাই বুঝতে পারি যে, শয়তান, যে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এর আদেশ অমান্য করে আদম (আ.)-এর প্রতি সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল, তাকে অবজ্ঞাপিত এবং স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। তেমনি হারিস ইবনে নোমান ফেহরি আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর আদেশ অমান্য করে এবং মাওলা আলী (আ.)-কে তার মাওলা হিসেবে গ্রহণ না করে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর শাস্তি পেল।

এবং আমাদের উপরোক্ত এই যুক্তি সহীহ বলে প্রমাণিত হতে পারে আমাদের প্রিয় ইমাম রেজা (আ.)-এর একটি হাদিসের আলোকে। ইমাম (আ.) বলেছেন:
“গাদিরে খুমে ইমাম আলী (আ.)-এর ‘বেলায়েত’ আদম (আ.)-এর সিজদার মতো ছিল, যারা একে গ্রহণ করেছে তারা ফেরেশতাদের চেয়ে উত্তম, আর যারা অস্বীকার করেছে তারা ইবলিসের চেয়েও খারাপ।”
(সূত্র: আওয়ালিম, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ২২৪)

তাহলে আমরা এভাবে কেলকুলেশন করতে পারি যে, গাদিরে খুমের ঘটনা একটি এমন ঘটনা, যা আমাদের সমস্ত ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত সংশয় দূর করে দেয়। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর ‘তাওহিদ’ প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে মাওলা আলী (আ.)-এর ‘বেলায়েত’-এর বিশ্বাস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) এই বিশ্বাস অন্য সব নবীদের সাথে কোভেন্ট করেছিলেন, তিনি আদম (আ.)-এর সন্তানদের আত্মার সাথে এই কোভেন্ট করেছিলেন এবং এটিই ছিল আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর মাধ্যমে উম্মাহকে পৌঁছানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

এ পর্যন্ত আলোচনাটি বিভিন্ন আয়াতের উপর আমাদের গভীর চিন্তাভাবনার ফলস্বরূপ আরও বেশি সিদ্ধান্তমূলক ছিল। এখন আমাদের উপসংহারকে আরও নিশ্চিত করতে আসুন সেই আয়াতগুলো দেখি, যা সরাসরি আমাদের জীবনে মাওলা আলি (আ.)-এর ‘ওয়ালায়াত’-এর গুরুত্ব তুলে ধরে:

❖ “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ‘ওলি’ (অর্থাৎ অভিভাবক, নেতা ও তত্ত্বাবধায়ক) তো কেবলমাত্র আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম) এবং তারা, যারা ঈমান এনেছে—যারা নামাজ প্রতিষ্ঠা করে এবং রুকুর অবস্থায় জাকাত দেয়।

“আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) এবং ঐসব ঈমানদারদের অভিভাবক বানায়, সে তো নিশ্চিতভাবে আল্লাহর দলভুক্ত হয়ে যায়, এবং সন্দেহ নেই যে আল্লাহর দলই সর্বদা বিজয়ী হয়।” (সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৫-৫৬)

উপরোক্ত আয়াতসমূহের আলোকে, যদি আমরা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-র বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই, তবে আমাদের অবশ্যই 'বেলায়েত' গ্রহণ করতে হবে সেই নির্বাচিত মুমিনের, যিনি রুকুর অবস্থায় জাকাত প্রদান করেছেন। একইসাথে, আমাদের রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'ওয়ালায়াত' এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-এর 'বেলায়েত'-এও বিশ্বাস রাখতে হবে। উপরোক্ত আয়াতটি তখন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন 'আমিরুল মুমিনিন' মাওলা আলি (আ.) নামাজের রুকু অবস্থায় এক দরিদ্রকে তার আংটি দান করেছিলেন। (সূত্র: ইমাম নাসায়ী - সহীহ-ই-নাসায়ী, আল-জামআ বাইন-উস-সিহাহ-উস-সিত্তাহ, সালাবি)

অতএব, উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্‌ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) নিশ্চিত করেছেন যে, মাওলা আলি (আ.) স্বয়ং আল্লাহ এবং পবিত্র রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশাপাশি আমাদের অভিভাবক (ওলি) ও ইমাম। এবং আল্লাহর বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে আমাদের অবশ্যই তাদের অনুসরণ করতে হবে।

যেভাবে একজন দোভাষী দুটি ভিন্ন দেশের কর্মকর্তাদের মধ্যে সংলাপ সহজ করে এবং তাদের আলোচনা স্পষ্ট করে তোলে, ঠিক তেমনই মাওলা আলি (আ.) আমাদের এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-এর মাঝে অবস্থান করে আমাদের জন্য মহান প্রভুর ঐশী বার্তাগুলো বুঝতে সহায়তা করেন এবং আমাদের মুক্তির পথ সহজ করে তোলেন।

রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাওলা আলি (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-এর প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত কথাটি বলেছেন:

❖ "মানুষের মধ্যে আল্লাহকে সর্বাধিক জ্ঞানী আলি।"

(সূত্র: কানযুল উম্মাল থেকে নির্বাচিত, বাহামাশ আল-মুসনাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩২)

মাওলা আলি (আ.) সর্বাধিক জ্ঞানী, এবং তাই যদি আমরা তাকে অনুসরণ করি, তাহলে আমরা আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-এর ঐশী বার্তাগুলো সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হব। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যদি আমরা ‘হাউজ-এ-কাওসার’-এর কাছে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদের মাওলা আলি (আ.)-এর পথনির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

❖ “আলি তোমাদের পথপ্রদর্শক এবং তোমাদের সকলকেই হাউজ-এ-কাওসারে আমার কাছে আসতে হবে...”
(সূত্র: কানযুল উম্মাল, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫০)

আমাদের জীবনে মাওলা আলি (আ.)-এর ‘বেলায়েত’ এর গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের প্রিয় ইমাম বাকির (আ.) বলেছেন:

❖ “আল্লাহ্ তাআলা আলি (আ.)-কে তাঁর এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে এক ‘নিদর্শন’ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

➤ যে তাকে চেনে, সে মুমিন;

➤ যে তাকে অস্বীকার করে, সে কাফের;

➤ যে তাকে চেনে না, সে পথভ্রষ্ট;

➤ যে তার (আ.) সাথে অন্য কিছুর ওপর বিশ্বাস রাখে, সে মুশরিক;

➤ এবং যে তার ‘বেলায়েত’কে বিশ্বাস করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(সূত্র: আল-কাফি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৭; আল-বিহার, খণ্ড ৩২, পৃষ্ঠা ৩৬৪; আমালি আল-তুসি, পৃষ্ঠা ৪৮৭; হিলাত আল-আবরার, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪২২; আল-হাদায়েক আল-নাদিরা, খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ১৪৮; কামাল আল-দীন, পৃষ্ঠা ৪১২)

সুতরাং, মাওলা আলি (আ.) আমাদের এবং আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-এর মধ্যে একজন ব্যাখ্যাকারী।
তার 'বেলায়েত' আমাদেরকে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-র 'ওয়াহদানিয়াত' (একত্ববাদ) প্রকৃত অর্থে বুঝতে সাহায্য করে এবং এটি আমাদের মুক্তির একটি পথনির্দেশিকা।
আমরা এই আলোচনায় আদম (আ.)-এর 'সিজদা'-র বিষয়ে আলোচনা করেছি, যাতে মাওলা আলি (আ.)-এর 'বেলায়েত'-এর গুরুত্ব বুঝতে পারি।
এবার, আসুন ইমাম হাসান আসকারী (আ.)-এর একটি হাদিস দেখি, যা সরাসরি এই দুটিকে সংযুক্ত করে।

ইমাম (আ.) তার তাফসিরে বলেছেন:
❖ "যখন আল্লাহ্ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি তাকে সবকিছুর নাম শিখালেন এবং সেগুলো ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন।
তিনি আদম (আ.)-এর মধ্যে পাঁচটি পবিত্র আত্মা (পাঞ্জাতন পাক) - মুহাম্মাদ, আলি, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (আলাইহিমুস সালাম)-এর আত্মাগুলিকে স্থাপন করলেন।

তাদের নূর আসমানের সীমান্ত, হিজাবসমূহ, জান্নাত, কুরসি ও আরশকে আলোকিত করল। আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সেজদা করতে আদেশ দিলেন, কারণ তিনিই সেই মহান আত্মাগুলির ধারক, যাদের নূর সমগ্র আকাশের সীমান্তজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর সমস্ত ফেরেশতা সেজদা করল, কিন্তু ইবলিস (শয়তান) তা করতে অস্বীকার করল।

সে আল্লাহ্‌র মহিমার প্রতি ও আমাদের (আহলুল বায়তের) নূরের প্রতি বিনীত হতে অস্বীকার করল।

সব ফেরেশতা সেই নূরের সামনে বিনীত হয়ে সিজদা করল, কিন্তু সে অহংকারে স্থির থাকল এবং অবজ্ঞা করল।

তার এই প্রত্যাখ্যান ও অহংকারের কারণে, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।”

(সূত্র: তাফসির আল-ইমাম আল-আসকারী, পৃষ্ঠা ২১৯; বিহার আল-আনওয়ার, খণ্ড ২৬, পৃষ্ঠা ৩২৬; তাওয়িল আল-আয়াত আল-জাহিরা, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪; কাসাস আল-আম্বিয়া, পৃষ্ঠা ৪৩; লিসান আল-মিযান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৬)

ইবলিস ‘কাফের’ হয়ে গেল, কারণ সে অহংকারে অটল থেকে পাঞ্জাতন পাক (আ.)-এর নুরের সামনে সিজদা করতে অস্বীকার করল, যা আদম (আ.)-এর মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল।

সুতরাং, পাঞ্জাতন পাক (আ.)-এর ‘ওয়ালায়াত’ (দৈব অভিভাবকত্ব) প্রত্যাখ্যান করার কারণেই সে আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-র ক্রোধের শিকার হলো।

তার শাস্তি হল—সে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হলো। অতএব, মাওলা আলি (আ.) ও তাঁর বংশের ১১ জন ইমাম (আ.)-এর ‘বেলায়েত’ আমাদের ঈমানের রক্ষাকবচ, যা আমাদের আল্লাহ্‌র (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)-র রহমত অর্জন করতে সাহায্য করে।

ধন্যবাদান্তেঃ
এইচ,এইচ,এস, আসিফ আলী ইমামী

সৌজন্যেঃ
মক্তবে সাকালাইন (বাংলাদেশ)

ওয়েবসাইট লিংক ক্লিক

ফেসবুক পেইজ লিংক ক্লিক

বিভিন্ন তথ্য এবং pdf টেলিগ্রাম লিংক ক্লিক

ইসলামিক ভিডিও দেখতে ইউটিউব লিংকে ক্লিক করুন

ইসলামি সফরে একটিভ থাকতে আমাদের গ্রুপে যুক্ত হউন

শাইখ মাশুক আলী

আসিফ আলী ইমামী